MAR. 01 2001

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা

ছাত্র আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে ঃ সমঝোতা বৈঠক ব্যর্থ

খুলনা থেকে মানিক সাহা ঃ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ৩ দফার আন্দোলন ক্রমশ রাজনৈতিক রূপ নিচ্ছে। একশ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সাধারণ ছাত্রদের সামনে ঠেলে দিয়ে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে এমন অভিযোগ এখন ছাত্রদের মধ্য থেকেই উঠছে।

এ পটভূমিতে গতকাল বুধবার ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেছে। উভয়পক্ষ আজ আবার বৈঠকে বসতে সম্মত হয়েছে।

ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার সমাধান, তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার ও ট্রেজারার সরদার আবদুর রাজ্জাকের অপসারণের দাবিতে ছাত্ররা গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বর্জন করে আসছে।

ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে গতকাল দ্বিতীয় একাডেমিক ভবনের সেমিনার কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিন, ডিসিপ্লিন প্রধান, হলের প্রভোস্ট ও উপাচার্যকে নিয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা সকল ছাত্রের খুলনা ঃ পৃঃ ১ কঃ ১

খুলনা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিতিতে আলোচনায় বসেন। ছাত্ররা সকলে উপস্থিত থাকলেও আলোচনা করে তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা। শিক্ষকরা বলেছেন, এভাবে আলোচনা করে কোন সমস্যার সমাধান করা যায় না। তারা ছাত্রদের অনুরোধ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫টি ডিসিপ্লিনের ৩০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করতে। পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক হবে।

শিক্ষকরা বৈঠকে অংশ নিলেও কিছু কিছু শিক্ষক এমন আচরণ করেছেন যেন এসব উদ্যোগ অর্থহীন। বিশেষ করে একজন শিক্ষক নেতার ডিসিপ্লিনের ছাত্ররাই ক্লাস বর্জনের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। অন্য অনেক ডিসিপ্লিনের ছাত্ররা আন্দোলন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে একমত হলেও ক্লাসে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। কারণ ইতোমধ্যে পড়ালেখার মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত থাকলেও ইতোমধ্যে কয়েকটি ডিসিপ্লিনে জট সৃষ্টি হয়েছে। তারা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এ কারণে বেশিরভাগ ছাত্র ক্লাসে ফিরে যাওয়ার পক্ষে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য ছাত্র রাজনীতি না থাকায় ভেতরে চলছে এক অভিনব পদ্ধতি। চতুর্থ বর্ষের ছাত্ররা পালন করছে পরামর্শকের ভূমিকা। তৃতীয় বর্ষের ছাত্ররা নেয় সিদ্ধান্ত। আর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এর ফলে তৃতীয় বর্ষের গুটিকতক ছাত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর পুরো ছাত্রদের সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল। এ অবস্থা ছাত্রদের ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে টেনে নিচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সরদার আবদুর রাজ্জাক সরকার মনোনীত। স্বাভাবিকভাবে তিনি সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মার্চ মাসে তার মেয়াদ শেষ। একটি মহল এখনই তৎপর যাতে এ প্রবীণ শিক্ষক আর ট্রেজারার পদে সরকারি মনোনয়ন না পান। বিশেষ করে স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে সরদার আবদুর রাজ্জাক খুবই অপ্রিয়।

ছাত্রদের শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থাই এখন নেই। গত ২১শে জানুয়ারির অপ্রীতিকর ঘটনার ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি কাজ করছে মাত্র। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা খুব বড় সমস্যা নয়। তাছাড়া ছাত্রীরা ভর্তির সময় অঙ্গীকারনামা দিয়ে ভর্তি হয়েছে যে তারা বাইরে নিজস্ব ব্যবস্থায় থাকবে।